যুগান্তর

তারিখ 6 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

সেশনজট আর নয়

দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশনজট প্রকট। বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বাদেও মেডিকেল, প্রকৌশল এবং কারিগরি শিক্ষাঙ্গনেও প্রায়ই সেশনজটের জটিলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এতে করে অগণিত ছাত্রছাত্রীর মূল্যবান শিক্ষাজীবনের অপচয়ের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চার ধারাও ব্যাহত হয়। এজন্য সে প্রকৃতপক্ষে পিছিয়ে পড়ে কর্মজীবনেও। আর অভিভাবকদের জীবনে অনিবার্য অর্থনৈতিক দায়ভারসহ নেমে আসে রাজ্যের হতাশা ও বিরক্তি। সেশনজটের অসহায় শিকার শিক্ষার্থীদের অনেকে আবার জড়িয়ে পড়ে মাদকাসক্তিসহ নানা অপরাধমূলক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। বিশিষ্ট আইনজীবী ও জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সাংসদ অ্যাডভোকেট সালমা ইসলামের এক প্রশ্নের উত্তরে রোববার জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, সরকার শিক্ষার মান উন্নত করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন স্তরের সেশনজট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রধানত ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি এবং কলহ-কোন্দলই মূলত দায়ী সেশনজটের জন্য। এর পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে বিরাজমান আন্তঃদলীয় প্রতিহিংসা-বিদ্বেষের রাজনীতিও কম দায়ী নয়। নিকট অতীতে রাজনৈতিক হানাহানির কারণে ঢাবিসহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক-ছাত্রসহ খুনাখুনির ঘটনাও ঘটেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরি অবস্থার কারণে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত হওয়ার অবকাশ রয়েছে কিছুটা হলেও। বর্তমানে এসএসসি এবং এইচএসসির ফলাফল যথাসময়ে অনুষ্ঠিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু করা যাচ্ছে যথাসময়ে। এখন শিক্ষকরা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে শিক্ষাঙ্গনে পাঠদান ও সেশন নিয়মিত করা সম্ভব হতে পারে। তবে বর্তমানে কোথাও কোথাও ছাত্রলীগের দাপট, দলীয় কোন্দল ও অন্তর্ঘাত সর্বোপরি হল দখল ও টেন্ডারবাজির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুরুতেই এগুলোকে কঠোরভাবে দমন করার কোন বিকল্প নেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে একাধিকবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এখন আইন-শৃংখলা বাহিনীর কর্তব্য হবে, সার্বিকভাবে শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। এজন্য ডাকসুসহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র সংসদগুলোকেও সক্রিয় করে তুলতে হবে জরুরিভাবে। শিক্ষকদেরও উচিত হবে দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকে পাঠদান ও গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করা। মোটকথা, দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোকে গড়ে তুলতে হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হিসেবে। ভিশন-২০২১কে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নের আলো জ্বেলে দিতে হবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মন ও মননে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সেশনজট নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সদিচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হবে বলেই প্রত্যাশা।